দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ OCT-09-2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সাতক্ষীরায় ৬৯ ছাত্রীকে মারধর করে হোস্টেল থেকে উচ্ছেদ

স্টাফ রিপোর্টার, সাতক্ষীরা ॥ আদালতের নির্দেশে বাদীর পক্ষে একটি জমির দখল দিতে গিয়ে পুলিশ ও দখলদারদের লাঠিয়ালদের বর্বর হামলায় নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে কুমিরা মহিলা ডিগ্রী কলেজের ৬৯ ছাত্রীকে। লাঠিপেটা দিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এই ছাত্রীদের বই-আসবাবপত্র ছুড়ে ফেলে দেয়ায় তাদের অনার্স ও ডিগ্রী ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ ছাত্রীর আসবাবপত্র, টাকা লুট হয়েছে। হারিয়ে গেছে পরীক্ষার প্রবেশপত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষার সার্টিফিকেট। তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাকে অমানবিক ও বাড়াবাড়ি বলে উল্লেখ করেছেন। জনৈক নাসিরউদ্দীন মোড়ল ও উৎপল কুমার ঘোষের মধ্যে বিরোধীয় একটি জমি ও বাড়ি বাদীকে দখল দেয়ার জন্য জজ আদালতের নির্দেশে নাজির আব্দুল ওয়াহেকের নেতৃত্বে রবিবার সকালে তালা উপজেলার কুমিরা গ্রামে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। এই জমির মধ্যেই কুমিরা মহিলা কলেজের নির্মিত একটি হোস্টেলে ৬৯ ছাত্রী থাকত। উচ্ছেদ অভিযানে নেতৃত্বদানকারী নাজির সাংবাদিকদের বলেন, তিনি আদালতের রায় বাস্তবায়ন করেছেন। রায়ে কোথাও হোস্টেলের কথা উল্লেখ নেই।

অন্যদিকে কলেজ অধ্যক্ষ লুৎফুন্নারা জামান জনকণ্ঠকে বলেন, উচ্ছেদের বিষয়ে তাদের কোন নোটিস করা হয়নি। কুমিরা গ্রামের নাছিরউদ্দিন মোড়ল ও উৎপল কুমার ঘোষের মধ্যে ৩ একর ৯৯ শতক জমি আদালতের রায়ে বাদী নাসিরউদ্দীনের পক্ষে যায়। এই জমি দখলের জন্য বাদী সাতক্ষীরা আদালতে মামলা করলে আদালত জমি থেকে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও বাদীকে জমির দখল

জমি দখল অভিযানে পুলিশ ও লাঠিয়ালদের বর্বর হামলা ॥ পরীক্ষা অনিশ্চিত

বুঝিয়ে দেয়ার জন্য জজ আদালতের নাজির আব্দুল ওয়াহেককে দায়িত্ব দেয়া হয়। পুলিশ সুপারের কাছ থেকে এক দারোগা ও ৭ পুলিশ নিয়ে রবিবার সকালে নাজির এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেন। এই বিরোধীয় বাড়িতে কুমিরা মহিলা কলেজের কয়েক ছাত্রী ভাড়া থাকত এবং কলেজের নির্মিত ছাত্রীবাসে প্রায় ৫০ ছাত্রী থাকত। বাদী পক্ষের দাবি, তাদের ক্রয় করা জমিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে হোস্টেল তৈরি করে। আদালতের রায়ে তাদের জমি থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। জজ আদালতের নাজির বলেন, কলেজ কর্তৃপক্ষ তৃতীয় পক্ষ। এখানে তাদের নোটিস পাওয়ার বিষয়টি আসে না।

এদিকে পূর্ব নোটিস ছাড়াই ছাত্রীবাসে হামলা চালিয়ে উচ্ছেদ করায় এখানে বসবাসরত প্রায় ৬৯ ছাত্রী সকলেই তাদের বই, খাতা, নোট, পরীক্ষার প্রবেশপত্র হারিয়েছে। কুমিরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করাসহ তাদের আসবাবপত্র লুট, ছাত্রীদের পুলিশ ও লাঠিয়ালরা লাঠিপেটা করেছে বলে জনকণ্ঠকে অভিযোগ করেন। চেয়ারম্যানের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট নাজির নিজেকে ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয় দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট পরিচয়ের বিষয়টি জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট নাজির এই অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন।

এদিকে আদালতের নির্দেশে এই উচ্ছেদ ও দখল প্রক্রিয়া হলেও ছাত্রীদের ওপর এই হামলা ও বর্বরতার জন্য ছাত্রীরা কলেজ অধ্যক্ষ ও হোস্টেল সুপারকে দায়ী করেন। নির্যাতিত ছাত্রীদের অভিযোগ, মামলার বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষ অবহিত থাকার পরও তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ।

কলেজ হোস্টেলে থাকা ডুমুরিয়ার ডিগ্রী দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী জানায়, তার নোট, বই, টাকা সব হারিয়েছে। অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী কেশবপুরের সাগরিকা জানায়, তার তৃতীয় বর্ষের যাবতীয় নোট, খাতা, টাকা, কাপড় হারিয়েছে। রূপা দাসের হারিয়েছে কানের দুল, টাকা। দু'দিন পরে ১০ অক্টোবর অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার ছাত্রী শিউলি জানায় তার সব গেছে।

কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মহিউদ্দীন আহমেদ জনকণ্ঠকে বলেন, আগামী মাসের ৮ তারিখে ছাত্রীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পার্ট-৩ পরীক্ষা। এ অবস্থায় ছাত্রীদের বই-খাতা হারানোয় তাদের পরীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।